International Journal of Multidisciplinary Horizon

ISSN: **3049-2017**
IJMH 2026; 3(2): 120-124
© 2026 IJMH
www.themultijournal.com

Received: 23-03-2026
Accepted: 01-04-2026
Publish : 02-04-2026

Mallika Biswas
Former Student,
Dept. of Sanskrit,
Jadavpur University,
West Bengal, India

Correspondence:
Mallika Biswas
Former Student,
Dept. of Sanskrit,
Jadavpur University,
West Bengal, India

কাব্য সৃষ্টিতে প্রতিভা : একটি সমীক্ষাত্মক আলোচনা

Mallika Biswas

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.19413907

সারসংক্ষেপ

ভারতীয় অলঙ্কারশাস্ত্রের ইতিহাসে কাব্যের কারণ হিসাবে বিবিধ মতামত থাকলেও সর্বজনস্বীকৃতভাবে প্রতিভাকেই কবিত্বশক্তির মূলে স্থান দেওয়া হয়েছে। সেটা শুধুমাত্র শব্দ, অর্থ, গুণ ও অলঙ্কারের নির্বাচন নয়। যার এক ও অন্যতম উদ্দেশ্য হল রসোপলব্ধি। কাব্য-পাঠ আনন্দদায়ক তখনই হবে, যখন তার রসস্রোত পাঠকের অন্তরে প্রবাহিত হবে। একজন কবি তাঁর কাব্যের সৃষ্টিকর্তা হিসাবে প্রতিভার উপরেই ভর করে এমন কাব্য রচনা করতে সমর্থ হন। সেখানে প্রতিভাকে সঙ্গ দিতে থাকে ব্যুৎপত্তি (শাস্ত্র জ্ঞান) ও অভ্যাস (নিরন্তর কাব্য রচনায় প্রয়াস)।

আলোচ্য বিষয় হিসাবে ভামহ ও দণ্ডী শব্দার্থের ভিত্তিতে প্রতিভাকে চিহ্নিত করেছেন। বামনের মতে প্রতিভাই কবিত্বের মূলে, রাজশেখরের দুই ধরনের কাব্যপ্রতিভা কবিসহ সমালোচকদেরও গুরুত্ব বুঝিয়েছে। সর্বোপরি জগন্নাথের মৌলিকত্ব হল প্রতিভা সৃষ্টির কারণ তিনি নির্দেশ করেছেন। তিনি প্রতিভাকে শুধুমাত্র অদৃষ্টজনিত বিষয় হিসাবে দেখেননি। প্রাচীনালংকারিকেরা যেখানে প্রতিভাকে এতটা গুরুত্ব দিয়েছেন। সেখানে বর্তমান সমাজ সহজাত এই গুণটিকে প্রায় হারিয়েই ফেলেছে বলা চলে। আগামী দিনে এই প্রজন্ম থেকে নতুন কাব্য সন্ধানের জন্য প্রতিভার গুরুত্ব পরিস্ফুট করা অবশ্য প্রয়োজন।

Key Words — কাব্যপ্রতিভা, কাব্যকারণান্বেষন, দণ্ডী, রাজশেখর, প্রতিভার দ্বিবিধত্ব, কাব্যসৃজনে প্রতিভা।

ভূমিকা—

কাব্যের সৃষ্টি থেকে শ্রেণিবিভাগ পর্যন্ত পণ্ডিত-আলংকারিকদের আলোচনার শেষ নেই। কাব্যের শরীর, আত্মা, কারণ ও প্রয়োজন নিয়ে আলংকারিকগণ নিজস্ব মতামত লিপিবদ্ধ করে গিয়েছেন। কাব্যপাঠ যেমন পাঠকের পরম্পরায় আশ্রিত তেমনই তার কারণ, স্রষ্টা প্রসঙ্গেও অনুসন্ধিৎসার অন্ত নেই। কাব্য সৃষ্টির উদ্দেশ্যই হল পাঠক চিত্তে আনন্দরস সৃজন করা। তাই নানা আলংকারিকের নানা মতে শব্দার্থ সহিত, ইষ্টার্থযুক্ত, দোষবিহীন কিন্তু গুণযুক্ত আবার কখনো অলংকার শূন্য, রসাত্মক বাক্য যা রমণীয়ার্থের প্রতিপাদক হবে তাই কাব্য। তবে এই বৈশিষ্ট্যগুলির প্রভূত মতবিরোধ থাকা সত্ত্বেও কাব্য সৃষ্টির পশ্চাতে যে নির্দিষ্ট কারণ রয়েছে, তা অস্বীকার করার উপায় নেই।

কাব্যপাঠের প্রয়োজন যেমন— **"বিগলিতবেদ্যান্তরম্ আনন্দম্"**[1] তেমনই তার অন্তরে রয়েছে কবিত্ব শক্তি। একজন কবিই পারেন তাঁর পাঠককে পরমানন্দের দোরগোড়ায় নিয়ে যেতে। তাই কাব্যকে ব্রহ্মসহোদর আনন্দ বলা হয়। কাব্যের সৃষ্টিকর্তা কবিই, তাঁর রচনা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সকল নিয়ম থেকে বিচ্যুত। 'কবি' শব্দটি বেদে ক্রান্তদর্শী দেবতা এবং মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিদের বোঝাতে ব্যবহৃত হত। অতএব কবি হবেন ত্রিকালদর্শী, যার দৃষ্টিতে ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান তিনকালই ধরা দেবে। মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিরা শুধুই দর্শন করেন, কিন্তু কবি দর্শন করবেন এবং সৃজনশীল ক্ষমতায় সৃষ্টি করে তার প্রকাশ করবেন। কাব্যপ্রকাশকার মম্মট বলেছেন —

"নিয়তিকৃতনিয়মরহিতাং হ্লাদৈকময়ীমনন্যপরতন্ত্রাম্।
নবরসরুচিরাং নির্মিতিমাদধতী ভারতী কবের্জয়তি॥"[2]

অর্থাৎ, নিয়তির নিয়ম যার ওপর কার্যকরী নয়, যা সাক্ষাৎ আনন্দের স্বরূপ এবং যে রচনা অন্যের অধীন নয় বরং স্বাধীন ও স্বতন্ত্র। নয়টি রস দ্বারা সুসজ্জিত। এই মহাবিশ্বের কোনো নিয়মই কবির রচনায় প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। আমাদের দৈনন্দিন জীবন সুখ-দুঃখ মিশ্রিত, প্রকৃতিতে রোদ, জল, বহ্নি সমস্ত কিছুই বিদ্যমান। কিন্তু কবির সৃষ্টিতে তেমন দুঃখের লেশমাত্র নেই। কবির মধ্যে যে সৃজন ক্ষমতা রয়েছে তা দিয়ে তিনি নায়িকার মুখকে প্রস্ফুটিত পদ্মে পরিণত করতে পারেন। তাঁর সৃষ্টিতে নিরলস সুখই বিরাজমান। তাই অগ্নিপুরাণে বলা হয়েছে—

"অপারে কাব্যসংসারে কবিরেকঃ প্রজাপতিঃ।
যথাস্মৈ রোচতে বিশ্বং তথৈব পরিবর্ত্ততে॥"

কবির এই সৃষ্টি ক্ষমতা নির্ভর করে তাঁর পাণ্ডিত্যের ওপর। একটি সুকাব্য রচিত হতে কতগুলি কারণ বিদ্যমান। আলংকারিকদের একটি অংশ বলেন প্রতিভা, শাস্ত্রে নিপুণতা ও অভ্যাস হল কাব্যের কারণ। অপর দল বলেন, কাব্যসৃষ্টির কারণ শুধুই প্রতিভা।

প্রতিভা হল একপ্রকার বিশিষ্ট জ্ঞান, যাকে ভট্টতৌত প্রজ্ঞাও বলেছেন— **"প্রজ্ঞা নবনবোন্মেষশালিনী প্রতিভা মতা।"**[3] অর্থাৎ কোনো বিষয় সম্পর্কে অভিনবত্বের সাথে সৃজনশীলতার জ্ঞান। মম্মট এই প্রতিভাকে শক্তি বলেছেন। অভিনবগুপ্তের মতে **"শক্তি: প্রতিভানং বর্ণনীয়বস্তুবিষয়নূতনোল্লে-খশা-লিত্বম্"**[4] । রাজশেখরের মতে দ্বিবিধ প্রতিভাই কবির মধ্যে বিদ্যমান। কারয়িত্রী প্রতিভা কবির মধ্যে এবং ভাবয়িত্রী সমালোচকদের মধ্যে। কবি নিজ হৃদয়ে যা অনুভব করেন ভাষার আশ্রয়ে তা কাব্যরূপে প্রকাশ পায়। আর সেই রমণীয় অর্থ পাঠকের হৃদয়দর্পণে উদ্ভাসিত হয়, যা থেকে সে নিজস্ব জগৎ সৃষ্টি করে। অতএব কাব্যসৃষ্টিতে প্রতিভার ভূমিকা অনস্বীকার্য্য।

কাব্যের কারণ প্রসঙ্গে প্রতিভা, ব্যুৎপত্তি ও অভ্যাস সকল পাঠকের জানা আবশ্যক। প্রতিভার ভিত্তিতেই একজন কবি তাঁর কাব্যজীবনে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। প্রতিভাকে অবলম্বন করেই পাঠক তার অভিপ্রেত অর্থ পর্যন্ত পৌঁছাতে সক্ষম হয়। সুতরাং কাব্যরচনায় প্রতিভার গুরুত্ব অনেকখানি। অতএব আমি আলোচ্য সমীক্ষায় প্রতিভা বিষয়ে একটি স্বচ্ছ দৃষ্টিকোণ উপস্থাপন করতে সচেষ্ট হবো।

উদ্দেশ্য —

কাব্য রচনা করা বা সেই বিষয়ের অন্তর্নিহিত অর্থ বোঝা সকলের পক্ষে সম্ভব নয়। একজন সুকবির কাব্য তার পাঠককে ঠিক খুঁজে নেয়। তেমনি পাঠকের মনের হদিস পেতে কবিকেও সবটুকু উজাড় করে দিতে হয়। উদ্ধৃত আলোচনায় আমি কাব্যের প্রকৃত কারণ, প্রতিভা সম্পর্কে সঠিক ধারণা, বিভিন্ন আলংকারিকদের প্রতিভা বিষয়ে মতামত উপস্থাপন করবো। সর্বোপরি কাব্যসৃষ্টিতে প্রতিভার ভূমিকা যে গুরুত্বপূর্ণ এবং সেটা শুধু প্রাচীনালংকারিকগণের বক্তব্য নয়, বর্তমান দিনেও কাব্য রচনায় ব্যুৎপত্তি ও অভ্যাসের সঙ্গে প্রতিভাও সমানভাবে প্রয়োজন। একজন কবির সাথে সাথে পাঠকেরও সেই ক্ষমতা থাকা প্রয়োজন যা তাকে ব্রহ্মসহোদর আনন্দের নিকট পৌঁছে দেবে। বর্তমান দিনে ব্যস্তজীবনে প্রতিভার গুরুত্ব সকল পাঠককে স্মরণ করানোই আমার সর্বোপরি প্রচেষ্টা।

বিষয়ের পর্যালোচনা

কাব্য কোনো একক মুহূর্তে রচনা হওয়ার বিষয় নয়। কবির নিরলস পরিশ্রমে একটি ভালোমানের কাব্য রচিত হয়। সেই কাব্যের প্রয়োজন যেমন যশ, অর্থ, ও আনন্দপ্রাপ্তি তার শরীর গঠনে যেমন শব্দার্থের প্রয়োজন তেমনি সেই কাব্য সৃষ্টির পশ্চাতে বিশেষ কারণও বিদ্যমান। আমরা জানি কারণ ছাড়া কার্যোৎপত্তি হয় না, আর কাব্য তো নয়ই। একজন কবি পরিচিতি লাভ করে তাঁর রচনায়। একটি কাব্য শুধু নামেই নয়, সেটি সমাজের দর্পণ রূপে প্রতিফলিত হয়। অতএব কাব্য নির্মাণের কারণও বর্তমান। প্রাচীনালংকারিক ভামহ, দণ্ডী, বামন, আনন্দবর্ধন, মম্মট, জগন্নাথ, রাজশেখর, অভিনবগুপ্ত ও তাঁর গুরু ভট্টতৌত কাব্য রচনায় প্রতিভার গুরুত্ব স্বীকার করেছেন। তবে বেশকিছু আলংকারিক প্রতিভাসহ ব্যুৎপত্তি ও অভ্যাসকেও কাব্য সৃষ্টির হেতু মেনেছেন।

আমি 'কাব্যাদর্শ', 'কাব্যালংকারসূত্রবৃত্তি', 'ধ্বন্যালোক', 'কাব্যপ্রকাশ', 'কাব্যমীমাংসা', 'রসগঙ্গাধর' ইত্যাদি গ্রন্থাবলীর সাহায্যে প্রতিভার স্বরূপ ও কাব্যে তার অনুদান সম্পর্কে ব্যক্ত করব।

মূল আলোচনা —

কাব্যসৃজনে প্রতিভার ধারণা—

কাব্য সৃষ্টির পশ্চাতে অনেকটা বড়ো অংশ নিয়ে রয়েছে প্রতিভা। প্রতিভা সম্পর্কে বলা হয়, **"অপূর্ববস্তুনির্মাণক্ষমা প্রজ্ঞা"**[5] । প্রতিভা সহজাত গুণ। ব্যুৎপত্তি ও অভ্যাস কাব্যের গুণমানের উৎকর্ষতা বৃদ্ধি করে ঠিকই কিন্তু প্রতিভা ব্যতিরেকে কবির সৃজনক্ষমতা স্বার্থকতার শিখরে পৌঁছাতে পারে না। প্রতিভার অর্থই হল সৃষ্টি করার ক্ষমতা। কবি নিজ কল্পনা শক্তিতে যে অর্থের সন্ধান পান, সেই অর্থানুযায়ী শব্দ চয়ন করে একটি ভালোমানের কাব্য রচনা করেন। ভামহের মতে — **"শব্দার্থৌ সহিতৌ কাব্যম্"**[6] অর্থাৎ, শব্দ ও অর্থের সহভাবই হল কাব্য। কিন্তু সেই কাঙ্ক্ষিত শব্দ ও অর্থ কেমন হবে, তাদের সম্পর্ক কেমন হবে, অবস্থান কোথায় হবে তার নির্দেশনা চলে কবিমস্তিস্কে। কবি সেই শব্দার্থের সঙ্গে নিজের ভাবমাধুর্য্য, গুণালংকার মিশ্রিত করে তাঁর কবিকর্ম সম্পন্ন করেন। সহজাত প্রতিভা ব্যতীত এই নিপুণ কৌশলের যথাযথ প্রয়োগ হয় না। কবির প্রতিভা সম্পর্কে ধ্বনিকার আনন্দবর্ধন বলেন -

"सरस्वती स्वादु तदर्थवस्तु
निःष्यन्दमाना महतां कवीनाम्।
आलोकसामान्यमभिव्यनक्ति
परिस्फुरन्तं प्रतिभाविशेषम्॥"[7]

অর্থাৎ, মহাকবিগণের বাণী সেই সুমধুর অর্থবস্তু ক্ষরিত করে, তাঁদের আলোকসামান্য প্রতিভা-বৈশিষ্ট্য ভাস্বরভাবে প্রকাশ করেন। তিনি আরো বলেন, মহাকবিদের বাণী স্বাক্ষাৎ সরস্বতী, যা সহজভাবেই ক্ষরিত হয়। তাঁর প্রতিভাবিশিষ্ট উজ্জ্বল বাণী তাঁকে কাব্যজগতে প্রসিদ্ধি এনে দেয়। ধ্বনিকার বলেন — **"क्रौञ्च-द्वन्द्व वियोगाथ्थः शोकः श्लोकत्वमागतः।"**[8] অর্থাৎ, নিহত সহচরীর বিরহে কাতর ক্রৌঞ্চের ক্রন্দনজাত শোকই শ্লোকরূপে পরিণত হয়েছিল। উপরিউক্ত শ্লোকে আদিকবি বাল্মীকির কথা বলা হয়েছে। তাঁর সম্মুখে ক্রৌঞ্চের সহচরীর বিয়োগজনিত শোক থেকেই তাঁর মুখে শ্লোকবাক্যের সৃষ্টি হয়েছিল। সহজাত প্রতিভা ব্যতীত শুধুমাত্র অভ্যাস ও শাস্ত্রজ্ঞান দ্বারা তা প্রায় অসম্ভব। তাই ধ্বনিকার বলেন—

"काव्यस्यात्मा स एवार्थस्तथाचादिकवेः पुरा।"[9]

আলংকারিকদের মতে প্রতিভা -

ভামহের মতে প্রতিভা -

ভারতীয় অলংকারশাস্ত্রের ইতিহাসে রসপ্রণেতা ভরতের পর অলংকারবাদী ভামহের অবস্থান। ভামহের কাব্য মূলত শরীরবাদী। তিনিও 'কাব্যালংকার' গ্রন্থে কাব্যের লক্ষণ, প্রয়োজন, অলংকার, কাব্যের শ্রেণীবিভাগ ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করেছেন। কাব্যের কারণ হিসেবে তিনি মূলত প্রতিভা, ব্যুৎপত্তি ও অভ্যাস এই তিনটিকেই মেনেছেন। তিনি বলেন—

"काव्यं तु जायते जातु कस्यचित् प्रतिभावतः।
शद्वाभिधेय विज्ञाय कृत्वा तद्विदुपासनम्।
विलोक्यान्यनिबन्धांश्च कार्य्यः काव्यक्रियादरः॥"[10]

আচার্য্য ভামহের মতে, কাব্য কেবল সেই রচনা করতে পারেন যার মধ্যে জন্মগত প্রতিভা আছে। কবি নিজের কাব্যে প্রজাপতির ন্যায় বিচরণ করেন। সুকবিত্বের গর্ভে রয়েছে বীজস্বরূপ প্রতিভা।

দণ্ডীর মতে প্রতিভা—

অলংকার সম্প্রদায়ে ভামহের পর দণ্ডীর স্থান। তবে তাঁদের সময়কাল নিয়ে মতবিরোধ আছে। দণ্ডীর নামে মোট তিনটি গ্রন্থ পাওয়া যায়। তাদের মধ্যে অলংকার শাস্ত্রের গ্রন্থ 'কাব্যাদর্শ'-এ তাঁর জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যের সুপ্রয়োগ তিনি করেছেন। একটি কাব্য কবির গুণাবলীর উপরেই দণ্ডায়মান। দণ্ডী বলেন, ইষ্ট

অর্থাৎ অভিপ্রেত বা আকাঙ্ক্ষিত অর্থযুক্ত পদাবলী বা বাক্যই কাব্য শরীরের নির্মাতা, **"शरीरं तावदिष्टार्थव्यवच्छिन्ना पदावली।"**[11] ইষ্ট অর্থ বলতে লোকোত্তর চমৎকারযুক্ত কোনো অর্থকে বোঝায় যা পাঠক বা সহৃদয়ের অভিপ্রেত। লোকোত্তর চমৎকারের কারণ ইহলৌকিক কোনো ঘটনা নয় বরং তা হবে সর্বকালীন, সর্বদেশিক এবং সর্বজনগ্রাহ্য। যে অর্থ সকল পাঠকের চিত্ত আন্দোলিত করতে সক্ষম। আর এই চমৎকারিত্ব আসে কবির কল্পনায়। তাঁর রচনার গুণ, অলংকার, সৌন্দর্য্য পাঠককে আকর্ষিত করে। পাঠককুলকে আনন্দধারায় অবগাহন করায়। কাব্যের কারণ বা কবির গুণ সম্পর্কে দণ্ডী বলেন,

"नैसर्गिकी च प्रतिभा श्रुतं च बहुनिर्मलम्।
अमन्दश्चाभियोगोऽस्याः कारणं काव्यसम्पदः॥"[12]

অর্থাৎ, জন্মগত প্রতিভা, নিৎঞ্চাত শাস্ত্রজ্ঞান এবং পুনঃ পুনঃ অভ্যাস বা চেষ্টাই কাব্যের কারণ। এই তিনটিকে একত্রে তিনি কাব্যকারণ স্বীকার করেছেন। তিনি পরবর্তী শ্লোকে আরও বলেন,

"न विद्यते यद्यपि पूर्ववासना गुणानुबन्धि प्रतिभानमद्भुतम्।
श्रुतेन यत्नेन च वागुपासिता ध्रुवं करोत्येव कमप्यनुग्रहम्॥"[13]

যদি কোনো ব্যক্তির সহজাত প্রতিভা নাও থাকে, তাহলে তিনি নিত্য প্রযত্ন ও শাস্ত্রজ্ঞান দ্বারা বাগদেবীর উপাসনাপূর্বক তাঁর অনুগ্রহ পাবেন। অর্থাৎ, কবি হতে পারবেন। দণ্ডীর এই কথায় কাব্য রচনায় নিরন্তর প্রয়াসী ব্যক্তিদের মনে আশার দ্বীপ জ্বলবে। অতএব, যারা বিদ্বৎ সমাজে প্রসিদ্ধি অর্জনে ইচ্ছুক তারা গ্রন্থকারের বাক্যানুযায়ী দিবারাত্র কঠোর পরিশ্রম করে শাস্ত্রে যত্নপূর্বক সরস্বতীর উপাসনায় আত্ম নিয়োজিত হবেন। তবেই ব্যক্তি কাঙ্ক্ষিত ফল লাভ করতে সক্ষম হবেন। কবিসমাজে প্রসিদ্ধি লাভ করবেন -

"तदस्ततन्द्रैरनिशं सरस्वती श्रमाद् (क्रमाद्) उपास्या खलु कीर्त्तिमीप्सुभिः।
कृशे कवित्वेऽपि जनाः कृतश्रमाः विदग्धगोष्ठीषु विहर्त्तुमीशते॥"[14]

বামনাচার্যের মতে কাব্যের হেতু—

আচার্য বামনকে অলংকারশাস্ত্রের ইতিহাসে রীতিপ্রস্থানের জনক ধরা হয়। কাশ্মীরীয় আলংকারিক বামন অলংকার প্রসঙ্গে বলেন, **"सौन्दर्यमलंकारः"**[15], সৌন্দর্যই হল অলংকার। তাঁর মতে, **"कवित्वबीजं प्रतिभानम्"**[16] অর্থাৎ, প্রতিভাই হল কবিত্বের বীজস্বরূপ। তিনি আরো বলেছেন, **"कवित्वस्य बीजं कवित्वबीजम्। जन्मान्तरागतसंस्कारविशेषः कश्चित्। यस्माद्विना काव्यं न निष्पद्यते, निष्पन्नं वा हास्यायतं स्यात्।"**[17] অর্থাৎ, কবিত্বের মূল বীজই হল কবিত্ববীজ। যা পূর্বজন্মের কোনো সংস্কারবিশেষ, তা ব্যতীত কাব্য নিষ্পন্ন হয় না, হলেও সেটি হাসির পাত্র হয়। তাঁর মতে প্রতিভা ছাড়াও কাব্য রচনার তিনটি উপাদান হল— **"लोको विद्या प्रकीर्णञ्च काव्याङ्गानि।"**[18] অর্থাৎ, লোক, বিদ্যা ও প্রকীর্ণ।

রাজশেখরের মতে প্রতিভার দ্বিবিধত্ব -

কাব্যমীমাংসা গ্রন্থের রচনাকার রাজশেখরের সময়কাল নিয়ে নানা মত থাকলেও ধরে নেওয়া যায় তিনি দশম শতকের প্রথম পাদে আবির্ভূত হয়েছিলেন। অলংকারশাস্ত্রে তাঁর অবদান গুরুত্বপূর্ণ। তিনিই প্রথম আলংকারিক যিনি কাব্য এবং অলংকার বোঝাতে 'সাহিত্য' পদের ব্যবহার করেছেন, **"शब्दार्थयोर्यथावत् सहभावेन विद्या साहित्यविद्या।"**[19] এখানেই তাঁর অভিনবত্ব।

কাব্যের কারণ প্রসঙ্গে গ্রন্থকার "কাব্যমীমাংসা" গ্রন্থের 'পদবাক্যবিবেকঃ' নামক চতুর্থ অধ্যায়ে বলেছেন। রাজশেখর মূলত সরাসরি প্রতিভাকে কাব্যের কারণ বলেন নি। তিনি শক্তিকে প্রাধান্য দিয়েছিলেন। তাঁর মতে—

"समाधिरान्तरः प्रयत्नो बाह्यस्त्वभ्यासः। तावुभावपि शक्तिमुद्भासयतः। सा केवलं काव्ये हेतुः इति यायावरीयः॥"[20]

অর্থাৎ, সমাধি ও অভ্যাস হল আভ্যন্তর এবং বাহ্যপ্রযত্ন, তারা শক্তিকে উদ্ভাসিত করে। এই শক্তিই একমাত্র কাব্যরচনার হেতু। শক্তিই হল প্রতিভা ও ব্যুৎপত্তির উৎসস্থল, **"शक्तिकर्तृके हि प्रतिभाव्युत्पत्तिकर्मणी"**[21]। প্রতিভা সম্পর্কে রাজশেখরের বক্তব্য,**"या शब्दग्राममर्थसार्थमलङ्कारतन्त्रमुक्तिमार्गमन्यदपि तथाविधमधिहृदयं प्रतिभासयति सा प्रतिभा।"**[22]

অর্থাৎ, প্রতিভা হল এমন এক অপূর্ব বস্তু যার দ্বারা শব্দ ও অর্থসমূহ, অলংকার, বাগবিন্যাস এবং তদনুরূপ বিষয় ইত্যাদি অন্তরে প্রতিভাসিত হয়। কবি রাজশেখরের মতে যারা প্রতিভাবান ব্যক্তি তাদের দৃষ্টিতে অদেখা বিষয়ও প্রত্যক্ষ মনে হয়, কিন্তু যে ব্যক্তি প্রতিভাহীন তাঁর কাছে বিষয়বস্তু পরোক্ষ মনে হয়, **"अप्रतिभस्य पदार्थसार्थः परोक्ष इव। प्रतिभावतः पुनरपश्यन्तोऽपि प्रत्यक्ष इव।"**[23] উদাহরণস্বরূপ আলংকারিক রাজশেখর বলেন, মেধাবিরুদ্র ও কুমারদাস প্রভৃতিরা জন্মগত অন্ধ হওয়া সত্ত্বেও কবি হয়েছিলেন।

রাজশেখর কবিপ্রতিভাকে দুইভাগে ভাগ করেছেন— কারয়িত্রী ও ভাবয়িত্রী প্রতিভা। কবির কাব্য যার দ্বারা সৃষ্টি হয় তাই কারয়িত্রী প্রতিভা, **"कवेरुपकुर्वाणा कारयित्री।"**[24] কবির কাব্য এইপ্রকার প্রতিভার উপরেই বিদ্যমান। কবিপ্রতিভার এই অংশটি আবার তিনভাগে বিভক্ত। তা হল— সহজা, আহার্য্যা ও ঔপদেশিকী। এই তিন ধরনের প্রতিভাই লক্ষিত হয়। সহজা প্রতিভা হল পূর্বজন্মের সংস্কার। এই জন্মের সংস্কার থেকে প্রাপ্ত হল আহার্য্যা এবং ইহজন্মের উপদেশ ও সংস্কার হল ঔপদেশিকী প্রতিভার কারণ। প্রতিভার তিনটি বিভাগের কারণে কবিদেরও তিনটি ভাগ রয়েছে। তাদের বৈশিষ্ট্য হল— সারস্বত কবি নিজেই স্বতন্ত্রভাবে কাব্যরচনা করতে সক্ষম, আভ্যাসিক কবির রচনাশক্তি সীমিত এবং শেষ প্রকার হল ঔপদেশিকী কবি, যারা কখনো ভালো সুন্দরমানের আবার কখনো নিকৃষ্টমানের কাব্য রচনা করেন।

কারয়িত্রী প্রতিভার সাথে সাথে কবির উৎকর্ষতা বিধানের জন্য ভাবয়িত্রী প্রতিভার প্রয়োজন সর্বাগ্রে। ভাবয়িত্রী প্রতিভার মাধ্যমে কবিপ্রচেষ্টার সন্ধান পাওয়া যায়। এই প্রতিভা সমালোচকের হাতিয়ার স্বরূপ, যা প্রভূতভাবে কবির কাব্যরূপ বৃক্ষকে ফলবান করে তোলে। সমালোচকের ভাবনাই কবির রচনার গুণগতমান বৃদ্ধি করে। তাঁর বিচারশক্তিতে কাব্যের ভুলত্রুটি, সঠিক দিক নির্দেশনা, সাহিত্যমান বজায় থাকে। অতএব ভাবয়িত্রী প্রতিভা কারয়িত্রী প্রতিভাকে সর্বাঙ্গীনভাবে উন্নত করে তোলে।

মম্মট ভট্টের মতে কাব্যকারণের ত্রৈবিধত্ব —

অলংকার শাস্ত্রের অন্যতম প্রধান গ্রন্থ হল মম্মটাচার্য্য বিরচিত 'কাব্যপ্রকাশ'। আলোচ্য গ্রন্থের শুরুতে মম্মট কবিনির্মিতি ও ব্রহ্মানির্মিতির পৃথকত্ব সূচিত করে, কাব্যের প্রয়োজনসমূহ উল্লেখ করে কাব্যের কারণানুসন্ধানে ব্রতী হয়েছেন। মম্মট দণ্ডীর ন্যায় শক্তি (প্রতিভা) ও শাস্ত্রজ্ঞান (ব্যুৎপত্তি) এবং অভ্যাস অর্থাৎ কাব্যজ্ঞগণের নিকট বিদ্যাচর্চা অভ্যাস ইত্যাদিকে একত্রে কাব্যের কারণ মেনেছেন। তাঁর মতে—

"शक्तिर्निपुणता लोकशास्त्रकाव्याद्यवेक्षणात्।
काव्यज्ञशिक्षयाभ्यास इति हेतुस्तदुद्भवे॥"[25]

অর্থাৎ, কাব্যসৃষ্টিতে তার হেতু হল— শক্তি, লোক, শাস্ত্র ও কাব্যপ্রভৃতির পর্যালোচনা নিপুণতা এবং কাব্যজ্ঞতত্ত্ব অবগত ব্যক্তিদের থেকে লব্ধ শিক্ষার অভ্যাস। মম্মট শক্তিকেই কবিত্বের বীজ মনে করেছিলেন। তাঁর মতে শক্তি

ব্যতীত কাব্য রচিত হবে না, **"यां विना काव्यं न प्रसरेत् प्रसृतं वा उपहसनीयं स्यात्"**[26] শক্তি ছাড়া কাব্যরচনা হলেও তা উপহাসাস্পদ হবে, এমনটা কোনো কবির কাম্য নয়। শক্তির সাথে কাব্য সৃষ্টির পশ্চাতে আর যে বিষয়গুলি থাকে তা হল স্থাবরজঙ্গমাত্মক লোকব্যবহার সম্পর্কে জ্ঞান এবং বিবিধ শাস্ত্রে নিপুণতা — ছন্দ, ব্যাকরণ, অভিধান, কলাশাস্ত্র, চতুর্বর্গ মোক্ষশাস্ত্র, হস্তী, অশ্ব, খড়্গ প্রভৃতি বিষয়ে। আদিতে রচিত মহাকবিদের কাব্যপাঠের জ্ঞান এবং কাব্যতত্ত্বজ্ঞদের নিকট তাঁদের নির্দেশানুযায়ী কাব্যরচনা এবং পাঠে পুনঃ পুনঃ অভ্যাস এই তিনটি বিষয় একত্রে কাব্যের হেতু, **"त्रयः समुदिताः न तु व्यस्तास्तस्य काव्यस्योद्भवे निर्माणे समुल्लासे च हेतुर्न तु हेतवः।"**[27] অতএব মম্মট শুধুমাত্র শক্তি বা প্রতিভাকে কাব্যসৃষ্টির কারণ হিসেবে মেনে নেননি। কারণ শক্তি হল পূর্বজন্মের সংস্কার, শক্তির অভাবজনিত রচনা দোষবিহীন ও ভালোমানের কাব্য হতে পারে না। আবার পাঠক হৃদয়ের দ্বারস্থ হতে হলে কবিকে বিবিধ শাস্ত্রীয় জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যের অধিকারী হতে হবে। শাস্ত্রীয় নৈপুণ্যতাই তাঁদের কবি আখ্যায় ভূষিত করে। এছাড়াও আর একটি বিষয় হল কাব্যজ্ঞদের নিকট প্রাপ্ত জ্ঞান আবশ্যক। কারণ একজন অভিজ্ঞ ব্যক্তিই পারেন সঠিক দিকটি নির্দেশ করতে। তাই কাব্য স্রষ্টাকে নতুন তাকে অবশ্যই কাব্য জানেন এমন এবং কাব্যবিচারে সক্ষম ব্যক্তির নিকট বারংবার আলোচনা করতে হবে নিজ প্রবৃত্তিতে।

অতএব, মম্মট মতে শক্তি, নিপুণতা ও অভ্যাস একত্রে কাব্যের হেতু। এই তিনটি বিষয় দণ্ডচক্রন্যায়ের দ্বারা পরস্পর সাপেক্ষ।

পণ্ডতরাজ জগন্নাথের মতে কাব্যকারণ

সপ্তদশ শতকের পণ্ডিতরাজ জগন্নাথ শুধুমাত্র প্রতিভাকেই কাব্যকারণ হিসেবে স্বীকার করেছেন। পূর্বাচার্য্যদের নয় বরং তিনি নিজের স্বকীয়তা রেখেছেন। কথাটি বলার পশ্চাতে যুক্তি হল তাঁর কাব্যকারণ অনুসন্ধানের দৃষ্টি অন্যদের থেকে ভিন্ন। তিনি বলেন — **"तस्य च कारणं कविगता केवला प्रतिभा"**[28] অর্থাৎ, তাঁর (কাব্যের) কারণ হল কবির প্রতিভা। প্রতিভা আসলে কী? বোঝাতে তিনি বলেছেন— **"सा च काव्यघटनानुकूलशब्दार्थोपस्थितिः"**[29] অর্থাৎ, এই প্রতিভা হল কাব্যরচনার অনুকূল শব্দ ও অর্থের উপস্থাপন। একজন কবির প্রধান শক্তি হল যথোপযুক্ত শব্দার্থের চয়ন করা। যার জন্য প্রয়োজন প্রতিভা। জগন্নাথ কাব্যের নয় বরং স্বয়ং প্রতিভার দুটি কারণের কথা বলেছেন। তাঁর মতে—

"तस्याश्च हेतुः क्वचिद्देवतामहापुरुषप्रसादादिजन्यमदृष्टम्, क्वचिच्च विलक्षण-व्युत्पत्तिकाव्यकारणाभ्यासौ"[30] অর্থাৎ, প্রতিভার সেই দুইধরনের কারণ হল দেবতা মহাপুরুষ প্রভৃতিদের প্রসাদ এবং অপরটি হল ব্যুৎপত্তি ও অভ্যাস। এই তিনটিই প্রতিভার জন্ম দিতে পারে কিন্তু এরা একত্রে বা পৃথক পৃথক ভাবে কাব্যের কারণ নয়। তাই তিনি বলেন একজন বালক ব্যুৎপত্তি এবং অভ্যাস ছাড়াই কেবলমাত্র মহাপুরুষদের প্রসাদেই প্রাপ্ত অদৃষ্টের দ্বারা কাব্য রচনা করতে পারেন। এখানে পূর্বজন্মের ব্যুৎপত্তি ও অভ্যাস জনিত সংস্কার ধরে নেওয়া যায় না। তাহলে গৌরব দোষ হয়। অতএব একথা বলা ঠিক নয়। শুধুমাত্র অদৃষ্টকে প্রতিভার কারণ বলা যায় না। কারণ অনেক সময় দেখা যায় কোনো ব্যক্তির কিছু সময় পর্যন্ত তার মধ্যে প্রতিভা বা কাব্যরচনার গুণ লক্ষ্য করা না গেলেও সময়ের সাথে সাথে ব্যুৎপত্তি (শাস্ত্র জ্ঞানার্জন) ও অভ্যাসপূর্বক কাব্যরচনায় সক্ষম হন। সুতরাং অদৃষ্ট, ব্যুৎপত্তি বা অভ্যাস কোনোটাই এককভাবে কবিনিষ্ঠ প্রতিভার কারণ নয়। আবার একটি মাত্র কাব্যরূপ কার্য্যের এতগুলি কারণ হলে তাতেও বহুকারণতা দোষ হয়। কারণ থাকলে কার্য্য বর্তমান আবার বিপরীতটিও। কিন্তু একটি কার্য্যের দুটি কারণ কীভাবে? যেহেতু কোনো একটি কারণের দ্বারা কার্য্য উৎপন্ন হলে অপর কারণের প্রয়োজন কী? আবার প্রথম কারণেই কার্য্য সম্ভব হলে দ্বিতীয় কারণ লাগে না। অতএব মানতে হবে দুটি কারণের দুটি কার্য। আবার ব্যুৎপত্তি ও অভ্যাস থাকার সত্ত্বেও কাব্য যেখানে সৃষ্টি হয় না, সেখানে প্রতিবন্ধকতা বিদ্যমান। এই প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী নিজেও কোনোপ্রকার কাব্যরচনা করতে সমর্থ হন না। সুতরাং স্বীকার করতে দ্বিধা নেই প্রতিবন্ধকতা থাকলেও ব্যুৎপত্তি ও অভ্যাস থেকে প্রাপ্ত প্রতিভার দ্বারাও কাব্যসৃষ্টি সম্ভব। অতএব জগন্নাথ দ্বারা স্বীকৃত হল যে অদৃষ্ট এবং ব্যুৎপত্তি ও অভ্যাস দুটি হেতু থেকেই প্রতিভা স্ফুরিত হয় এবং তা থেকে কবির কাব্যরূপ রস নিঃসৃত হয়।

ফলাফল —

আলোচ্য সমীক্ষায় কাব্যরচনায় প্রতিভার অবদানসহ নানা আলংকারিকের নিজস্ব মতামত উপস্থাপন করার পর এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া গেল যে, কবিচিত্তে রসানুভূতিই কাব্যের জন্ম দেয়। প্রতিভার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে অভিনবগুপ্ত বলেন, **"रसावेशवैशद्यसौन्दर्य्यं काव्यनिर्माणक्षमत्वम्"**[31] অর্থাৎ, রসের আবেশের দ্বারা নির্মল ও সুন্দর কাব্য নির্মাণ ক্ষমতা। অতএব বলা বাহুল্য যে প্রতিভা হোক ব্যুৎপত্তি বা অভ্যাস রসের মাধুর্য্য সর্বত্র। এই রসের আশ্রয়ে প্রতিভার মাধ্যমেই কবির কলমে কাব্য রচিত হয়। এই প্রসঙ্গে রাজশেখরের একটি বক্তব্য তুলে ধরা যাক, তিনি বলেছেন —

"एकस्य तिष्ठति कवेर्गृहे एव काव्य-
मन्यस्य गच्छति सुहृद्भवनानि यावत्।"[32]

কোনো কবির কাব্য স্বগৃহে বিরাজমান, অপর কোনো কবির কাব্য বন্ধুজন গৃহে পৌঁছায়, আবার কোনো কবির কাব্য বিশ্বব্যাপী ভ্রমণ করে। প্রতিভা নিজস্ব মহিমায় কবিগণের অন্তরে বিরাজমান। কিন্তু এই বিরাট কবিকুলে সবাই প্রসিদ্ধি অর্জন করতে পারেন না। তাই ধ্বনিকার বলেছেন— **"येनास्मिन्नितिविचि-त्रकविपरम्परावाहिनि संसारे कालिदासप्रभृतयो द्वित्राः पञ्चषा वा महाकवयः इति गण्यन्ते।"**[33] অর্থাৎ, প্রতিভার ফলে এই বিচিত্র কবিপরম্পরাবাহী পৃথিবীতে কালিদাস প্রভৃতি দুই, তিন বা পাঁচজন মহাকবি হিসেবে সুখ্যাতি অর্জন করেন।

আলঙ্কারিক ভট্টতৌতের মতে প্রতিভা কোনো সাধারণ জ্ঞান নয়, প্রজ্ঞা ও প্রতিভা, স্মৃতি, মতি ও বুদ্ধি তথা লৌকিক জ্ঞান থেকে ভিন্ন এক অলৌকিক জ্ঞান। প্রজ্ঞা ও প্রতিভা ত্রৈকালিক। প্রতিভা কখনোই স্থির নয় বরং স্পন্দনশীল। প্রতিভা অদৃষ্টজনিত কারণে আসলেও ব্যুৎপত্তি ও অভ্যাস দিয়ে শুধুমাত্র সেই প্রতিভার সন্ধান পাওয়া যায়।

বর্তমানে এই যন্ত্রনির্ভর সমাজে কবির কবিত্বপ্রতিভা হারিয়ে যাচ্ছে। প্রাচীন কবি ঋষিরা যখন নিজ প্রতিভা বলে মৌলিক চিন্তাভাবনা করত, সেখানে আজকের সমাজ যন্ত্রনির্ভর হয়ে পড়ছে। কোনো যান্ত্রিক শক্তি যে মানুষের মতো চিন্তা করতে পারে না তা আজ প্রমাণিত। মানুষের মধ্যে যে নিজস্ব অনুভূতি, মৌলিক সৃজনশীলতা রয়েছে, তা মেশিনে কোথায়? একজন কবিই পারেন কোনো সাধারণ ঘটনার আড়ালে পর্দা সরিয়ে বিশেষ কিছু উন্মোচন করতে।

একজন পাঠক তখনই কাব্য রসে বিলীন হয়ে যায়, যখন সে রসের ধারায় নিমজ্জিত হয়। বর্তমানে এই ব্যস্ত পরিসরে মানুষের উচিত সেই কাব্যরূপ সুধায় ডুব দিয়ে আনন্দ খুঁজে নেওয়া। শুধুমাত্র কাব্য পাঠই নয় বরং লেখালিখি করা একজন ব্যস্ত নাগরিককেও প্রশান্তির স্বাদ এনে দেবে। আচার্য্য দণ্ডী বলছেন সহজাত প্রতিভা না থাকলেও নিরন্তর অভ্যাস ও শাস্ত্র জ্ঞান সরস্বতীর আশীর্বাদ এনে দিতে পারে। কবিরপ্রতিভা কেবল সুখ বর্ণনাতেই নয় বরং চরম বেদনাতেও রমণীয়তা সৃষ্টি করতে পারে।

উপসংহার —

কাব্য সৃষ্টিতে প্রতিভার দায়িত্বই হল সাধারণ অভিজ্ঞতাকে অসাধারণরূপে প্রকাশ করা। প্রতিভার দ্বারাই কবির ভাবনার গভীরতা অনুমান করা যায়। কবির রচনার মধ্যে তাঁর জ্ঞান, পাণ্ডিত্য, শাস্ত্রে পারদর্শিতা পরিলক্ষিত হয়, যা তাকে সকল

সাধারণ মানুষ থেকে আলাদা করে। আলঙ্কারিক দণ্ডীর মতে প্রতিভা সহজাত। জগন্নাথ আবার সেকথা মানেননি। মম্মটাচার্য্য যেমন কাব্যের ত্রিবিধ কারণ স্বীকার করেছেন, তেমনি রাজশেখর, জগন্নাথ প্রভৃতিরা প্রতিভাকেই শ্রেষ্ঠ মেনেছেন। অতএব, প্রতিভাই কবির সৃষ্টিশক্তি এবং ব্যুৎপত্তি ও অভ্যাস দিয়ে তাকে লাভ করা যায় মাত্র। এই প্রতিভাই কবিকে বিশ্বের ঘরে ঘরে পৌঁছে দেয়। রাজশেখর বলেন—

"কাব্যেন কিং কবেস্তস্য তন্মনোমাত্রবৃত্তিনা।
নীয়ন্তে ভাবকৈর্যস্য ন নিবদ্ধা দিশো দশ॥"[34]

যাঁর রচনা দশদিকে প্রচারিত হয় না, যাঁর কাব্য কেবল সেই কবির মানসলোকেই সীমাবদ্ধ, সেই কবির এবং তাঁর কাব্যের কী প্রয়োজন? আবার এমন কথাও পাওয়া যায়—**'বরম্ অকবিঃ, ন পুনঃ কুকবিঃ স্যাত্।'** অর্থাৎ কুকবির চেয়ে কবি না হওয়াই শ্রেয়।

কাব্য আমাদের নিত্যদিনের সঙ্গী। কাব্যপাঠ মানুষের প্রভূত উপকার সাধন করে। শুধুমাত্র কাব্যপাঠ বা শ্রবণ নয়, তা থেকে শিক্ষণীয় বিষয়কে চয়ন করে সেই আদর্শে নিজেদের গড়ে তুলতে হবে। মানুষ তখনই কাব্যকে গ্রহণ করবে, যখন সেই কাব্যের বিষয় মানুষের নিত্য-পরিচিত হবে। বর্তমানে যন্ত্রই আমাদের কর্মকর্তা, যন্ত্রই আমাদের দিকনির্দেশক। যন্ত্র সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিয়ে দেয় ঠিকই কিন্তু সে কাব্যের আত্মা বা তার রস উপলব্ধি করতে পারে না। করুণ রসের অনুভূতিতে মহাকবি বাল্মীকি রামায়ন রচনা করেছিলেন, আজকের মানবসমাজ তার থেকে যোজন দূরে। কোনো কিছু সৃষ্টি করতে যে পরিশ্রম ও অধ্যবসায় প্রয়োজন, তার সহজ সমাধান হয়ে যাচ্ছে কয়েক সেকেন্ডেই। ফলে মানবজাতি নিজ প্রতিভা ও জ্ঞানের প্রয়োগ করতেই ভুলে যাচ্ছে। অন্তরে যদি রসোপলব্ধি না হয় তাহলে বিশ্বজয়ী কাব্যসৃষ্টি হয় না। অতএব, বলা যায় যে ব্যুৎপত্তি ও অভ্যাস সঙ্গী হলেও প্রতিভাই কাব্যরূপ সাগর পারাপারের একমাত্র অবলম্বন।

Reference -

1. চট্টোপাধ্যায়, চিন্ময়ী, "কাব্যদর্শ", পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, এ কিউ ১৩/১, সেক্টর-৫, সল্টলেক সিটি, কলকাতা-৭০০০৯১, দ্বিতীয় মুদ্রণ- সেপ্টেম্বর, ২০১৮/বি।
2. মুখোপাধ্যায়, ড: বিমলাকান্ত, পাল, ড: বিপদভঞ্জন, (সম্পাদক), "কাব্যপ্রকাশ", প্রকাশক- দেবাশিস ভট্টাচার্য্য, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ৩৮, বিধান সরণী, কলকাতা-৭০০০০৬, প্রথম প্রকাশ- ১৪১৭।
3. বসু, ড: অনিল চন্দ্র, "কাব্যলঙ্কারসূত্রবৃত্তি", সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ৩৮, বিধান সরণী, কলকাতা-৭০০০০৬, সংস্করণ- ১৯৭৭।
4. শাস্ত্রী, সীতানাথ আচার্য, দাস, দেবকুমার, "কাব্যমীমাংসা", স্বদেশ, ১০১ সি, বিবেকানন্দ রোড, কলকাতা-৭০০০০৬, প্রথম প্রকাশ- ২০০৮।
5. ঘোষ, বিদ্যুৎ বরণ, "রসগঙ্গাধর", পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, এ কিউ ১৩/১, সেক্টর-৫, সল্টলেক সিটি, কলকাতা-৭০০০৯১, প্রথম প্রকাশ- ২০১৭।
6. মুখোপাধ্যায়, ড: বিমলাকান্ত, বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রী অশোককুমার (সম্পাদক), "ধ্বন্যালোক", প্রকাশক - দেবাশিস ভট্টাচার্য্য, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ৩৮, বিধান সরণী, কলকাতা-৭০০০০৬, পরিমার্জিত সংস্করণ- ২০১১।
7. চক্রবর্তী, সত্যনারায়ণ, "ধ্বন্যালোক", সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ৩৮, বিধান সরণী, কলকাতা-৭০০০০৬, প্রথম প্রকাশ- ১৯৮৮।
8. মুখোপাধ্যায়, দুর্গাশঙ্কর, "কাব্যতত্ত্ব-বিচার", প্রথম খণ্ড - 'ভারতীয় অলঙ্কারশাস্ত্র', মর্ডান বুক এজেন্সী- প্রাইভেট লিমিটেড, ১০, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা - ৭০০০৭৩, সংস্করণ - ১৯৮৮।
9. বন্দ্যোপাধ্যায়, ধীরেন্দ্রনাথ, "সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্র: তত্ত্ব ও সমীক্ষা", পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, ৬ এ, রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার, কলকাতা - ৭০০০১৩, প্রথম প্রকাশ - ডিসেম্বর, ২০১২/সি।
10. চট্টোপাধ্যায়, জয়শ্রী, "অলঙ্কার সাহিত্যের সমৃদ্ধ ইতিহাস", সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ৩৮, বিধান সরণী, কলকাতা - ৭০০০০৬, তৃতীয় সংস্করণ - শ্রী পঞ্চমী ১৪২০।

পাদটিপ্পন্য:-

1. কাব্যপ্রকাশ, ১/২
2. কাব্যপ্রকাশ, ১/১
3. কাব্যকৌতুক
4. লোচন, ৩/৬
5. ন্যালোক, লোচন
6. কাব্যালঙ্কার, ১/১৬
7. ধ্বন্যালোক, ১/৬
8. ধ্বন্যালোক, ১/৫
9. ধ্বন্যালোক, ১/৫
10. কাব্যালংকার ১/৫
11. কাব্যাদর্শ, ১/১০
12. কাব্যাদর্শ, ১/১০৩
13. কাব্যাদর্শ, ১/১০৪
14. কাব্যাদর্শ, ১/১০৫
15. কাব্যালঙ্কার সূত্রবৃত্তি ১/১/২
16. (কাব্যালংকার সূত্র ১/৩/১৬)
17. কা. সূ. বৃ. ১/৩/১৬
18. কা. সূ. বৃ. ১/৩/১
19. ব্যমীমাংসা, প্রথমাধিকরণ, দ্বিতীয় অধ্যায়
20. কা. মী., ১ম অধিকরণ, ৪র্থ অধ্যায়
21. কা. মী., ১/৪
22. কা. মী., ১/৪
23. কা. মী., ১/৪
24. কা. মী. ১/৪
25. কাব্যপ্রকাশ, ১/৩
26. কাব্যপ্রকাশ, বৃত্তি, ১/৩
27. কাব্যপ্রকাশ, ১/৩, বৃত্তি
28. রসগঙ্গাধর, প্রথমানন
29. রসগঙ্গাধর, প্রথমানন
30. রসগঙ্গাধর, প্রথমানন
31. লোচন টীকা
32. কা. মী., ১ম অধি., ৪র্থ অধ্যায়
33. নালোক, বৃত্তি ১/৬
34. কা. মী., ২/৪